ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (আরএপি)

অক্টোবর ২০১৮

নির্বাহী সার সংক্ষেপ

ই.০১ ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি) ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার অন্তর্গত চর চান্দিয়ার পূর্ব বড়ধলী মৌজায় একটি গ্রিড সংযুক্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে একটি ৫০ মেগাওয়াট এসি সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এর জন্য দরকার ১৬৫.৫ একর জমি। এই ৫০ মেগাওয়াট এসি বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ একটি ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডে মীরসরাই বেজা সাবস্টেশনে যুক্ত হবে (এজন্য একটি পৃথক পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো তৈরি করা হয়েছে)।

ই.০২ বাংলাদেশ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২) এবং বিশ্বব্যাংকের নীতিমালা ওপি ৪.১২ অনুসারে এই প্রকল্পের পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (আরএপি) প্রণয়ন করছে এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্পের ক্ষতিকারক প্রভাব চিহ্নিতকরা ও নিরসনের ব্যবস্থা করা। এই আরএপিতে (RAP) থাকছে: (১) ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের অবস্থা, (২) জমি, ভবন, গাছপালা, ফসল ও আয়সহ ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের ধরন ও মাত্রা (৩) এই সম্পদের ক্ষতি/হারানো নিরসনের জন্য নীতি ও আইনগত কাঠামো (৪) ক্ষয় ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষতিপূরণ (৫) পুনর্বাসন কার্যক্রম (৬) পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নসহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম (৭) অভিযোগ প্রতিকার পন্থা এবং (৮) বাজেট।

ই.০৩ ***ভূমি অধিগ্রহন ও প্রকল্পে তার প্রভাব:*** এই ৫০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ১৬৫.৫ একর জমি প্রয়োজন যা ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার অন্তর্গত চান্দিয়া ইউনিয়নের পূর্ব বড়ধলী মৌজায় অধিগ্রহনকৃত ৯৯৯.৬৫ একর জমি থেকে ব্যবহার করা হবে। ভূমি অধিগ্রহন শেষ হয়েছে এবং ফেনীর জেলা প্রশাসক ৩ আগস্ট ২০১৭ তারিখে ইজিসিবির কাছে ৯৯৯.৬৫ একর জমি হস্তান্তর করেন (৫০ মেগাওয়াট এসি সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয জমি যার অন্তর্ভুক্ত)। পরে অক্টোবর ২০১৭ মাসে গেজেট বিজ্ঞপ্তি ও প্রকাশিত হয়েছে এবং নাম জারির কাজও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রকল্পের জমির পুরোটাই যেহেতু নীচু জমি (নাল) এখানে কোন আবাসিক বা বাণিজ্যিক স্থাপনা নেই। এই জমি বছরের বেশীর ভাগ সময়েই পানির নীচে থাকে এবং জমির উৎপাদন গুণ কম থাকায় স্বাভাবিক কৃষিকাজ থাকে সীমিত। তবে এক ফসলী জমি হিসেবে এর কিছু অংশে চাষাবাদ হয়।

ই.০৪ ***প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত খানা:*** ফেনীর জেলা প্রশাসকের কাছে ১৬৫.৫ একর জমির ৬১ জন তালিকাভুক্ত প্রকৃত মালিকের মধ্যে আশেপাশের এলাকায় মাত্র ১১টি খানার সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৯ উত্তরাধিকারী রেখে দুই মালিক গত হয়েছেন যাদেরও সনাক্ত করা গেছে। যৌথ ভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে ক্ষতিগ্রস্ত খানার সংখ্যা ১৮। এই শুমারি পরিচালনা করেন ইজিসিবির পক্ষে পাওয়ার সেল নিয়োজিত পরামর্শক। এ প্রক্রিয়ায় সাব্যস্ত হয়েছে যে, মালিকদের প্রকৃত সংখ্যা এবং তাদের অবস্থা/খোঁজখবর এ পর্যায়ে নির্ণয় করা সম্ভব নয় (অনুগ্রহ করে বিস্তারিত জানতে দেখুন সেকশন ২.২)। জরিপ পরিচালনা, সাক্ষাৎকার গ্রহন, পোস্টার বিতরন এবং যেসব মালিকের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না কিংবা যারা এলাকায় বাস করেন না তাদের সম্পর্কে জানার জন্য তথ্য ও পরামর্শ অধিবেশন পরিচালনা করতে পরামর্শকদের মাঠে নামিয়ে দেয়া হয়, যদিও তাদের সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা সম্ভব হয়নি।

প্রকল্প এলাকায় (১৬৫.৫ একর) ২২জন জমি চাষী বা বর্গাদার সনাক্ত করা গেছে। ইজিসিবি তালিকাটি পুন:পরীক্ষা করে দেখছে।

ই.০৫ ইজিসিবি হালনাগাদ তথ্যের জন্য জেলা প্রশাসক অফিসের সাথে যোগাযোগ রাখছে এবং দেখছে আর কোন দাবীদার আসছে কিনা কিংবা জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে ক্ষতিপূরণের অর্থ পেয়েছে কিনা। ইজিসিবি ত্রৈমাসিক রিপোর্টের মাধ্যমে ব্যাংককেও হালনাগাদ তথ্য দেবে যাতে আরএপি বাস্তবায়ন এবং নতুন দাবীদারদের মধ্যে কেউ আইনগত/ক্ষতিপূরণপ্রাপ্ত মালিক আছে কিনা তার তথ্য থাকবে।

ই.০৬ *আলোচনা, যোগাযোগ ও তথ্য প্রকাশ:* ইজিসিবি পরামর্শকরা তাদের সুবিধাজনক স্থানে গণ পরামর্শ, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন, গোষ্ঠী ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে বেশ কয়েক দফা আলোচনা করেন।
ইজিসিবি ডিসি অফিসের সাহায্যে প্রাথমিকভাবে সনাক্ত বর্গা চাষীদের পরিচয় যাচাই করে দেখবে এবং তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।

ব্যাংকের সম্মতিসহ খসড়া আরএপি ইজিসিবি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। চূড়ান্ত আরএপি বাংলায় অনূদিত হবে এবং ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পর্যায়ে খোলা জায়গায় টাঙানো হবে। তদুপরি আরএপি যথাযথ প্রক্রিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন এবং অন্য স্টেকহোল্ডাররা প্রকল্প ও তার লক্ষ্য ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

ই.০.৭ *আইন ও নীতি কাঠামো:* জাতীয় ভূমি অধিগ্রহন আইন অনুসরন করেই প্রকল্পের প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহন করা হয়েছে। স্থাবর সম্পদ অধিগ্রহন আইন ১৯৮২, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত দেশের অধিগ্রহন নিয়ন্ত্রণকারী প্রধান আইন যা বর্তমানে এ্যাকুইজিশন ও রিকুইজিশন অব ইমুভেবল প্রপার্টি এ্যাক্ট ২০১৭ (এ্যাক্ট ২১, ২০১৭) নামে অভিহিত। এই আরএপি জাতীয় আইন ও বিশ্বব্যাংকের অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন (ওপি ৪.১২) সংক্রান্ত সুরক্ষা নীতি অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।

ই.০.৮ *পাওনা:* নাম জারিকৃত মালিক অথবা লিজগ্রহীতারা দেশের জমি অধিগ্রহন আইন অনুযায়ী তাদের জমি অথবা ফসলের জন্য ক্ষতিপূরণ পাবেন। যেহেতু ডিসি অফিস নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের হার জমির বাজার মূল্য থেকে বেশী, ইজিসিবির মাধ্যমে জমি সংক্রান্ত খরচ বাবদ কোন টপ-আপ পেমেন্টের প্রয়োজন হবে না। বিশ্বব্যাংক ওপি ৪.১২-য়ের চাহিদা হচ্ছে সরকার নির্ধারিত হার বা বাজার মূল্য যেটাই অধিক হবে সেটাই প্রযোজ্য।

সকল সনাক্ত ও যাচাইকৃত বর্গা চাষী, আনুষ্ঠানিক কিংবা অনানুষ্ঠানিক, এই আরএপি-র ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ পাবে।

প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত যে সব বর্গাচাষী যাদের আয় উপার্জনের ক্ষতি হবে তারা নগদ ক্ষতিপূরণ পাবেন (একটি সম্মত সময়ের জন্য যা তাদের আয় পুনরুদ্ধারের জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে), এবং প্রশিক্ষণ ও তথ্য আকারে জীবিকা পুনরুদ্ধার সহায়তা পাবেন।

প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত খানার মধ্যে যারা প্রকল্পের ফলে অতি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছেন বলে চিহ্নিত হবেন তারা এককালীন মঞ্জুরি হিসেবে পুনর্বাসন সহায়তা পাবেন।

সর্বজনীন কোন সম্পত্তি প্রকল্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না।

প্রস্তাবিত জমি নীচু ধরনের, লবণাক্ততার জন্য যার উৎপাদন ক্ষমতা অত্যন্ত কম। এমনকি চলতি বাজার দরও ডিসি কর্তৃক অধিগ্রহনের জন্য নির্ধারিত মৌজা মূল্য হারের চেয়ে কম। সুতরাং ক্ষতিপূরণ বাবদ ইজিসিবির কাছ থেকে কোন টপ-আপ পেমেন্টের প্রয়োজন হবে না।

ই.০৯ প্রাথমিক ভাবে জানা গেছে যে ১৬৫.৫ একর জমিতে ২২ জন বর্গাচাষী নিয়োজিত যারা জমি মালিকদের সাথে অনানুষ্ঠানিক চুক্তির মাধ্যমে চাষাবাদ করছেন। এরা দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি এবং ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন যদি তাদের জমি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। ইজিসিবি এসব চাষীদের নিরূপিত ক্ষতি পূরণ দেবে এবং তাদেরকে অন্য সব চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ণ খানার পাশাপাশি এই আরএপিতে বর্ণিত জীবিকা পুনরুদ্ধার পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করবে। প্রকল্পের ফলশ্রুতিতে শারীরীকভাবে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। দেশের আইন ও বিশ্বব্যাংকের অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন সংক্রান্ত নীতিমালা (ওপি ৪.১২) অনুসারে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের পাওনা নির্ধারন করা হবে। এ কারনে আরএপি-তে বর্গাচাষী ও ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকা সহায়তার বিধান রাখা হয়েছে।

ই.১০ ***জীবিকা পুনরুদ্ধার:*** শুমারি ও আর্থসামাজিক জরিপ অনুযায়ী ১৮ টি ক্ষতিগ্রস্ত খানার মধ্যে ১৪টি খানার আয়ের প্রাথমিক উৎস হচ্ছে প্রকল্প এলাকার বাইরের জমি থেকে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। ১৮টি খানার মধ্যে ১১টিকে ঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত করা হয়েছে যার মধ্যে একটি নারীপ্রধান দরিদ্র খানা রয়েছে। এদের আয়ের একটি অংশ আসে চাষাবাদ ভাগাভাগি করে কারন তাদের নিজেদের জমির উর্বরতা খুব কম। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, তারা সেকেলে কায়দায় জমি চাষ করেন। আলোচনার সময় তারা তাদেরকে আধুনিক পদ্ধতি, সমবায় ভিত্তিতে চাষাবাদ, উচ্চ ফলনশীল শস্য ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশিক্ষণের অনুরোধ করেন। গরীব ও ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত খানাগুলি কিছু নির্বাচিত বিষয়ে জীবিকা পুনরুদ্ধার প্রশিক্ষণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন, যেমন, শাক-সব্জি চাষ, হাসমুরগি পালন, গবাদি পশু পালন ইত্যাদি। উপরন্তু তারা যদি নির্মাণ কাজে আগ্রহী হন তাহলে তাদের দক্ষতা ও কাজ প্রাপ্তি সাপেক্ষে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।

ই.১১ ***জমি অধিগ্রহন, পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের বাজেট:*** ইজিসিবি ৯৯৯.৬৫ একর জমি অধিগ্রহনের জন্য ফেনী জেলা প্রশাসককে মোট ১,০০৩,৭৭৯,৭১৬.৫৯ টাকা (এক হাজার তিন শত মিলিয়ন, সাত শত উনাশি হাজার সাত শত ষোলো টাকা উনষাট পয়সা মাত্র) প্রদান করেছে। এর মধ্যে জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৬৬,১৮৩,৭০৭ টাকা (একশো ছেষট্টি মিলিয়ন, একশো তিরাশি হাজার সাত শত সাত টাকা মাত্র) রয়েছে।

জেলা প্রশাসক অফিস থেকে জানানো হয়েছে যে, সনাক্তকৃত ৩২৭ জন বৈধ মালিকের মধ্যে ২৬৭ জনকে (৮২%) ইতোমধ্যেই ক্ষতিপূরণের অর্থ দেয়া হয়েছে। ইজিসিবি জেলা প্রশাসক অফিস থেকে নিশ্চিত হবে ১৬৫.৫ একর জমিতে সনাক্ত ১৮টি খানার মধ্যে কতগুলোকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে এবং তাদের

ক্ষতিপূরণের অবস্থা কেমন। একইভাবে ইজিসিবি অবশিষ্ট ৬১ জমিমালিক যাদের চিহ্নিত করা হয়নি তাদের অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন দেবে। ইজিসিবি ২২ বর্গা চাষীদের অবস্থা নিয়েও রিপোর্ট পাঠাবে (নাম ও স্থান এ্যানেক্স এ৩-তে সংযুক্ত) যাদের সম্পর্কে আবার যাচাই বাছাই করা হচ্ছে। ইজিসিবি তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেবে এবং আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক নির্বিশেষে জীবিকা পুনরুদ্ধার প্রশিক্ষণ কর্মসুচিতে অন্তর্ভুক্ত করবে (সেকশন ২,৫ দেখুন)।

ই.১২ ***পূর্ত কাজ শুরু হতে পারে যখন:***

১) ১৮টি চিহ্নিত খানার মধ্যে প্রতিটি খানাকে (ক) জেলা প্রশাসকের মতে বৈধ দাবী থাকায়, ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে অথবা (খ) তা না থাকায় তাদের দাবি অগ্রাহ্য হয়েছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট খানাগুলি জিআরএম অথবা আইনের আশ্রয় নিতে পারেন। জেলা প্রশাসক যদি কোন মালিককে যোগ্য মনে করেন, কিন্তু যাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তার জন্য ক্ষতিপূরণের অর্থ জেলা প্রশাসকের হিসাবে রাখা হবে প্রকল্প মেয়াদের অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত বা যত দিন না তাকে খুঁজে পাওয়া যায়।

২) ইজিসিবি পুন:মূল্যায়নের পর ২২ বর্গা চাষীকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছে।
৩) ইজিসিবি আরএপিতে চিহ্নিত সবাইকে (১১ খানা) ঝুঁকি ভাতা প্রদান করেছে।
৪) ইজিসিবি উপরোক্ত ১-৩ নম্বর অনুচ্ছেদ নিশ্চিত করে একটি অগ্রগতি প্রতিবেদন দিয়েছে এবং ব্যাংক তা গ্রহন করেছে।

ই.১৩ অগ্রগতি প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়ের হালনাগাদ তথ্যও থাকবে:

১) ২২ চিহ্নিত বর্গাচাষী এবং ঝুঁকিপূর্ণ খানাগুলির জন্য জীবিকা পুনরুদ্ধার প্রশিক্ষণ
২) (ক) কোন নতুন দাবিদার (যার জন্য জেলা প্রশাসকের অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন) বা (খ) নতুন করে সনাক্ত অথবা ইজিসিবি যাচাইকৃত বর্গাচাষী অথবা (গ) নতুন সনাক্ত বা ইজিসিবি যাচাইকৃত ঝুঁকিপূর্ণ খানার অবস্থান।

ই.১৪ ***ক্ষুদ্র নৃ – সম্প্রদায় (ট্রাইবাল) জনগোষ্ঠী*** : শুমারি ও আলোচনার সময় কোন উপজাতীয় লোককে পাওয়া যায়নি। অতএব তাদের বিষয়টি আলোচনায় আসছে না।

ই.১৫ ***অভিযোগ করা ও নিরসন পদ্ধতি:*** ক্ষোভ ও অভিযোগ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জমির মালিকানা ও উত্তরাধিকার থেকে শুরু করে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের মূল্য, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ইত্যাদি নিয়ে হতে পারে। এই প্রয়োজন বিবেচনা করে ইজিসিবি একটি দ্বিস্তরবিশিষ্ট জিআরএম প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করবে এবং আরএপিতে বর্ণিত নির্দেশাবলী পালনে কোন অনিয়ম হলে সে ব্যাপারে যে কোন অভিযোগ ও ক্ষোভ নিরসন করবে।

ই.১৬ স্থানীয় পর্যায়ের জিআরসি পুনর্বাসন সংক্রান্ত সব অভিযোগের নিরসন করবে। জিআরসি ব্যর্থ হলে কোন অভিযোগকারী জিআরসি চেয়ারম্যানকে বিষয়টি ঢাকাস্থ পিডি, পিএমইউ বরাবর পাঠাবার অনুরোধ করতে পারে। জিআরসি পিডিকে তাদের মন্তব্যসহ আনুষ্ঠানিকভাবে এসব ঘটনা জানাতে পারে এবং তাতেও সমাধান না হলে পিডি সে অভিযোগ ইজিসিবি-র উর্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করতে পারে।

ই.১৭ ***বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন:*** ইজিসিবির আওতাধীন সামাজিক ও পরিবেশ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন ইউনিট (এসইআইইউ) আরএপি বাস্তবায়ন, এবং জমি অধিগ্রহন সংক্রান্ত অগ্রগতি ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ লিপিবদ্ধ করার জন্য দায়ী থাকবে। ইজিসিবি ক্ষতিপূরণ প্রদানের নিয়মিত তথ্য আদান প্রদানের জন্য ডিসি অফিসের সাথে একটি মনিটরিং প্রোটোকল প্রতিষ্ঠা করবে। ওনার্স ইঞ্জিনিয়ার আরএপি বাস্তবায়ন কাজে পিএমইউকে সহায়তা করবে এবং ফেনীর ডিসির ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়ার অগ্রগতি অনুসরন করবে। এসইআইইউ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরী করবে ও পিএমইউতে প্রকল্প পরিচালকের কাছে জমা দেবে। প্রকল্প পরিচালক এটি পর্যালোচনা করবেন এবং নির্ধারন করবেন পুনর্বাসন লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে কিনা। ওনার্স ইঞ্জিনিয়ার বাইরের মনিটরিং ও মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পাদন করবেন এবং পিডি'র কাছে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জমা দেবেন। পিডি, পিএমইউ তার ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে বিশ্বব্যাংককে পাঠাবেন।